Vol. 35 | No. 1 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুলের কবিতায় মিথ-ঐতিহ্যের ব্যবহার

Volume	35
Issue	1
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রফিকউল্লাহ খান
Published online	October 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v35i1.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i1.9
Pages	159-174
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নজরুলের কবিতায় মিথ-ঐতিহ্যের ব্যবহার

রফিকউল্লাহ খান

সমাজতাত্ত্বিক এবং নান্দনিক উভয় অর্থেই আধুনিক সাহিত্যে মিথ এক সঞ্চরণশীল ও গতিময় শিল্প-অনুষঙ্গ। সভ্যতার আদিস্তর থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত মানব-অস্তিত্বের জটিল জিজ্ঞাসা, গূঢ় রহস্য-অন্বেষা এবং সত্যসন্ধানের পটভূমিতে মিথের ক্রিয়াশীলতা বহুমাত্রিক। আদি মানবের ধর্ম-বিশ্বাসে মিথের বর্ণনাধর্মী ভূমিকার পর্যায় বাদ দিলেও পরবর্তী সুদীর্ঘ যাত্রায় তা সভ্যতা ও শিল্পের মস্তিষ্কসচল কর্মকাণ্ডের সহযাত্রী। মিথ একদিকে যেমন মানুষের আধ্যাত্মিক অভিপ্রায়ের সামূহিক সংকেতসূত্র, অন্যদিকে তেমনি, অবচেতন মনের সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক উপাদান। বিংশ শতাব্দীর কবিরা মিথকে কেবল প্রতীকী প্রকাশরীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি; তাঁরা এর জটিল প্রকৃতিকে ব্যাখা করেছেন, এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিত্য নব বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন।[১] কাব্য–শিল্পের চলমানতার পটভূমিতে একজন আধুনিক কবি মিথ-চেতনার উত্তরাধিকার বহন করেই হয়ে ওঠেন সৃষ্টিশীল ও বৈচিত্র্যসন্ধানী।[২] মিথের সজ্ঞান প্রয়োগ আধুনিক কবিতায় যে গতি ও বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছে, শিল্পের ইতিহাসে তার ভূমিকা যুগান্তকারী। রেনেসাঁস-উত্তর জীবনজিজ্ঞাসা ও শিল্প-প্রবর্তনায় মিথ পাশ্চাত্য সাহিত্যে নবতর জীবনমূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। উনিশ শতকীয় বাঙালির জীবনচেতনার সামগ্রিক পরিবর্তনের পটভূমিতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভারতীয় মিথের বিদ্রোহী চরিত্রপুঞ্জের মধ্যে কালিক সত্তার সাধর্ম্য সন্ধান করেছিলেন। তাঁর "মেঘনাদবধ-কাব্য" (১৮৬১) ও "বীরাঙ্গনা কাব্যে"র (১৮৬২) মৌল জীবনধর্ম এ-কারণেই মানবসত্তার চিরকালীন প্রতিবাদের সমধর্মী। রবীন্দ্রনাথের হাতে এই মিথ বিষয় ও প্রকরণের নিরীক্ষাশীল পরিচর্যায় হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যময়, এবং সূক্ষ্মতর শিল্প-অভিযাত্রার বীজশক্তি।

উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলার সমাজজীবনের মৃতপ্রান্তরে নবজাগ্রত চেতনার সমগ্রতায় মিথকে গ্রহণ করলেন কাজী নজরুল ইসলাম। কেবল প্রতিবাদী জীবনচেতনার অনুষঙ্গ হিসেবেই নয়; দ্রোহ, ক্ষোভ, প্রেমাকাঙক্ষা ও অচরিতার্থতাজনিত বেদনার বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশে তাঁর কবিতায় মিথ কখনো রূপক, কখনো প্রতীকী ইমেজ, আবার কখনো-বা আত্ম-আবিষ্কারের অহংদীপ্ত ঘোষণায় কবিসত্তার নব-উপলব্ধির স্মারক। 'বিংশ শতাব্দীর বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের ক্রম-অপসৃয়মান, ভগ্নপক্ষ, নৈরাশ্যমগ্ন ও চূর্ণস্বপ্ন সমাজচেতনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে নবজাগ্রত বাঙালি মুসলমান-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনাস্পর্শী নজরুল ছিলেন মূলতঃ তারুণ্যশাসিত, আবেগে-সংরাগে উচ্চকিত, জীবনার্থে স্বপ্নময়, ভবিষ্যতে বিশ্বাসী, অস্তিত্ববিস্তারে সীমাহীন, রোমান্টিক অনুভবে প্রেম-সৌন্দর্য-মুগ্ধ এবং অচরিতার্থতা ও ব্যর্থতায় ছিলেন প্রতিবাদী, বিদ্রোহী।'[৩] কবিস্বভাবের এই স্বতন্ত্র আয়োজনের ফলেই নজরুলের মিথ–ঐতিহ্য আহরণ হতে পেরেছে বর্ণবহুল ও বৈচিত্র্যময়।

অবরুদ্ধ, জড়াগ্রস্ত, সঙ্কটাপন্ন ও অমীমাংসিত বর্তমানের বেদনাময় অনুভব থেকে আত্মমুক্তি লাভের জন্য কখনো কখনো কবি মিথ–ঐতিহ্যে পলায়নবৃত্ত রচনা করেন। প্রতিক্রিয়াশীলভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন মিথ–লোকের অচল তমসায়। যা আমরা প্রথম মহাসমরোত্তর ইউরোপীয় কবিতায় লক্ষ্য করি। কিন্তু একজন জীবনসচেতন আধুনিক শিল্পির মৌল দায়িত্ব হলো নিশ্চল তমসা গহবর থেকে মিথ–উৎসকে মুক্তি দান করা, বন্দী প্রমেথিউসকে মুক্ত প্রমেথিউসে পুনর্সৃষ্টি করা। কেননা, Myth is a mode of cognition. a system of thought. a way of life. ৪ দেশ ও জাতির বিবর্তনধারার সাথে যে অন্তরঙ্গ পরিচয় একজন কবিকে জাগরচৈতন্যে লীলাচঞ্চল ক'রে তোলে, সেখানে কবির ব্যক্তিমন দেশাশ্রিত সামূহিক সত্তারই শিল্পিত রূপ।

প্রত্নকথা, আদিরূপ, লোক-উপাদান এবং মিথ-উৎসের বিচিত্র অনুষঙ্গের অঙ্গীকার কবির ব্যক্তিচৈতন্যকে সামূহিক চৈতন্যের অবিচ্ছিন্ন অংশে পরিণত করে। অর্থাৎ কবির মধ্যে সামূহিক নির্জ্ঞান ও ব্যক্তিগত উপলব্ধির মেলবন্ধন ঘটে।[৫] আধুনিক কবিতায় বিধৃত কবির অভিপ্রায় নির্দেশের প্রশ্নে যদিও কবিমানসই সর্বাগ্রে বিবেচ্য, তবুও নজরুল ইসলামের কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রা প্রয়োগের অনিবার্যতা দেখা দেয়। নজরুলের ব্যক্তিহৃদয় ও সমষ্টিভাবনা, তাঁর আত্মসন্ধান, জাতিসত্তা-অনুসন্ধান এবং ঐতিহ্যনির্বাচন ও বিশ্বাত্মা-সন্ধানের পথপরিক্রমায় যে নিগূঢ়-জটিল-দ্বন্দ্বময় বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, তার মূলেও বিদ্যমান

কবির আত্মবীক্ষা ও বিশ্ববীক্ষার স্বাতন্ত্র্য। দেশের মৃত্তিকামূল তথা জনচিত্তের গভীর থেকেই কাব্যোপকরণ সংগ্রহ করেছেন কবি। কলোনিশাসিত সমাজের বেদনাকরুণ সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধজনিত কারণে বাঙালির বিচূর্ণিত মূল্যবোধ, মধ্যবিত্তের হৃতস্বপ্ন হাহাকার ও সর্বব্যাপ্ত নৈরাশ্যের পটভূমিতে কাব্য-উপাদান আহরণে নতুন শক্তি-উৎস সন্ধান করতে হয়েছে নজরুল ইসলামকে। অমীমাংসিত, অবরুদ্ধ, জড়াগ্রস্ত ও সঙ্কটাপন্ন বর্তমান থেকে তাঁর কবিমন মিথ-ঐতিহ্যের মধ্যে পলায়নবৃত্ত রচনা করেনি। বরং সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের অন্ধ তমসা অপসারণের আকাঙ্ক্ষা থেকে তিনি আলোক সন্ধান করেছেন। জ্ঞানলোকে , মানুষের অধ্যয়নের সীমায় এবং জাতীয় অস্তিত্বের সামূহিক নির্জ্ঞানে অবস্থিত উপাদানপুঞ্জকেই তিনি নির্বাচন করেছেন, কিন্তু বোধ বোধি এবং শিল্পবীক্ষার নিজস্ব নিয়মে তা প্রয়োগসার্থকতা লাভ করেছে। মোহগ্রস্ত আবেগ থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন নি মিথ-ঐতিহ্যকে, বর্তমানের অনিবার্য প্রয়োজনে তাকে পুনরুজ্জীবন দান করেছেন।

ঐতিহ্য নির্বাচনের পেছনেও নজরুলের অভিন্ন শিল্পমনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল। জীবনবোধের কেন্দ্রীয় সত্য এবং চৈতন্যের মৌল সংরাগে ইতিবাচক অর্থেই তিনি ঐতিহ্যিক উপাদানসমূহ ব্যবহার করেছেন। 'ঐতিহ্যের লংঘন তিনি করেন নি— ... ভাষা ও ভঙ্গীতে নজরুল ইসলামের কাব্যে যে বিপ্লবধর্ম, পুরাতন ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই তার পরিচয় মেলে।'[৬] নজরুলের কালে, তাঁর সম্প্রদায়গত অধিকার ও বিশ্বাসে, ঐতিহ্যের শক্তিময় নিকট উৎস হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের ভূমিকা ছিলো নিগূঢ়। সে ঐতিহ্যিক উৎসকে সদর্থক কাব্য-উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। আবার অন্যদিকে দেশজ ঐতিহ্য, লোকমিথ এবং নৃ-তাত্ত্বিক-ভৌগোলিক উত্তরাধিকার সূত্রে ভারতীয় মিথের জগতেও ছিলো তাঁর সৃষ্টিশীল পরিক্রমণ-যা কখনো চেতনে-অবচেতনে, কখনো-বা সামূহিক নির্জ্ঞানে শিল্পমূর্তি লাভ করেছে। 'বিশৃঙ্খল বাস্তবতার বিপ্রতীপ মেরুদ্বয়ের বাসিন্দা তিনি এবং অস্থৈর্য তাঁর কবিস্বভাবের মূলীভূত শক্তি। এসবের উদ্দীপকরূপে ঐক্যবদ্ধ শব্দোচ্চারণের অনিবার্যতা তাঁর ক্ষেত্রে প্রবল এবং প্রবলতাস্বরূপ তিনি ব্যবহার করেন ব্যক্তি-পরম্পরা, চরিত্র-পাত্র, ঘটনা-বিন্যাস, পুরাণ-উল্লেখ। আবেগের মৌলরূপ ধারণ কবির মৌল শর্ত, সে শর্ত পূরণে ঐসব ব্যবহৃত উপাদানক্রমে নজরুল ঐতিহ্যাশ্রয়ী হয়েছেন।'[৭] মিথ-ঐতিহ্যবোধের ক্ষেত্রে অঙ্গীকারের বৈচিত্র্য বাংলা কাব্যধারায় নজরুলকে সদর্থক শিল্পস্বাতন্ত্র্যের অধিকারী করেছে। এ-ক্ষেত্রে ভারতীয় মিথ-পুরাণ, মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসপুঞ্জ এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য-ঐতিহ্য

আহরণেই তাঁর শিল্পশক্তি নিঃশেষিত হয় নি, কাব্যের অন্বিষ্ট আবহ সৃষ্টির প্রয়োজনে বিশ্বমিথজগতেও পরিভ্রমণ করেছেন অনায়াসে। বিচিত্র মিথ-উৎস ও ঐতিহ্য-উৎসের অঙ্গীকার তার স্রষ্টাচৈতন্যকে অপরিমেয় শক্তিতে করেছে জাগ্রত, সৃজনমুখর।

নজরুল ইসলামের মিথ-ঐতিহ্যচেতনার বৈশিষ্ট্য নিরূপণের প্রশ্নে তাঁর বোধের সমগ্রতা অন্বেষণও প্রাসঙ্গিক। তাঁর গদ্যরচনায় মিথ-ঐতিহ্যের যে বহুমাত্রিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, কয়েকটি দৃষ্টান্ত সূত্রে তার স্বরূপ নির্দেশ করা যেতে পারে।

(১) আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত নন। নরের মাঝে আজ তাঁহার অপূর্ব মুক্তি-কাণ্ডাল বেশ।...ঐ শোনো, মুক্তি পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিশান! ঐ শোনো, মহামাতা জগদ্ধাত্রীর শুভশঙ্খ! ঐ শোনো, ইসরাফিলের শিঙ্গায় নব সৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোল। ['নবযুগ', যুগবাণী][৮]

(২) তোরণে তোরণে ভৈরব-বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে-"জাগো পুরবাসি।" দিকে দিকে মঙ্গল-শঙ্খ তাহারই প্রতিধ্বনি উঠিয়া আমাদের রক্তে রক্তে ছায়ানটের নৃত্যরাগ তুলিয়াছে। ['সত্য-শিক্ষা', যুগবাণী][৯]

(৩) রক্তযজ্ঞের পরের দিন কৈলাসে জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা দশহাতে করুণা, স্নেহ আর হাসি বিলাচ্ছে দেখলাম। ['মেয় ভূখা হুঁ, দুর্দিনের যাত্রী] [১০]

(৪) কোথায় আঘাতের দেবতা, প্রলয়ের মহারুদ্র?-কোথায় ভীমের জন্মদাতা পবন? ফুঁ দাও, ফুঁ দাও এই নিবন্ত অগ্নি-সিন্ধুতে, আবার এর তরঙ্গে তরঙ্গে নিযুত নাগ-নাগিনীর নাগ-হিন্দোলা উলসিয়া উঠুক। ['আমি সৈনিক', দুর্দিনের যাত্রী।] [১১]

(৫) আমরা দেশ-শত্রু বিভীষণের মহাকালান্তক কাল। আমরা অকাট্য ব্রহ্মশাপ! পরীক্ষিতের মত, লখিন্দরের মত দুর্ভেদ্য ছিদ্রহীন দুর্গের মধ্যে থাকলেও দেশবিদ্রোহীকে আমরা তক্ষক হয়ে, সূত্ররূপী কালশাপ হয়ে দংশন করি। ['বিষবাণী', রুদ্রমঙ্গল] [১২]

(৬) রূপকথার বন্দিনী রাজকুমারীর দুঃখে সে অশ্রুবিসর্জন করে, পঙ্খীরাজে চড়ে তাকে মুক্তি দেবার ব্যাকুলতায় সে পাগল হ'য়ে ওঠে।...

> দশমুণ্ড দিয়ে খেয়ে বিশ হাত দিয়ে লুণ্ঠন ক'রেও যার প্রবৃত্তির আর নিবৃত্তি হ'ল না, সেই Capitalist রাবণ ও তার বুর্জোয়া রক্ষ-সেনারা এদের বলে হনুমান। এই লোভ রাবণ বলে, ধরণীর কন্যা সীতা ধরণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানেরই ভোগ্যা, ধরার মেয়ে প্রজারপাইন যমরাজ প্লুটোরই হবে সেবিকা। ['বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য'] [১৩]

উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নজরুলের মিথ-ঐতিহ্য অনুভবের শেকড় কতো উৎস থেকে রস সঞ্চয় করেছে। কেবল আবেগ-

উদ্দীপনায় নিঃশেষিত হলে গদ্যে তার এতো বহুমাত্রিক ব্যবহার সম্ভব ছিলো না। বাংলা সাহিত্যে মিথ-ঐতিহ্যের এই বণবহুল, বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের কারণেই নজরুল স্বতন্ত্র। মাইকেল মধুসূদনের প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিথিক সম্মিলন, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের বর্ণনাধর্মী সরল মিথ-ব্যবহার এবং রবীন্দ্রনাথের বিশাল ব্যাপক মিথ-লোকের পটভূমিতে বিচার করলেও নজরুলের মিথ-ব্যবহারের অভিপ্রায় নতুনত্ববাহী ও গৌরবময়। এ-ক্ষেত্রে বাংলা কাব্যধারায় তিনি নতুন সম্ভাবনা সংযোজন করেছেন। সামূহিক নির্জ্ঞানের ভৌগোলিক পরিমণ্ডল তথা জাতিসত্তার প্রত্নপ্রতিমা (Archetype)-লোক অতিক্রম করে তিনি বিশ্বচারী হয়েছেন—নিজ জীবনবোধের কেন্দ্রীয় আয়োজনে বিচিত্র মিথ-উৎসকে রাসায়নিক সংশ্লেষে করে তুলেছেন শিল্পমণ্ডিত, সমকালস্পর্শী।

নজরুল-কাব্যে মিথ–ঐতিহ্যের যে বর্ণবহুল, বিচিত্ররূপ আয়োজন আমাদের বোধ, বোধি, আবেগ ও মননের দ্বারা স্বীকৃত, তাকে নিম্নোক্ত সূত্র–অনুযায়ী বিন্যস্ত করা যায় :

এক।। ভারতীয় মিথ–পুরাণের ব্যবহার;

দুই।। বাংলার দেশজ মিথ তথা লোক-পুরাণের বিচিত্রমাত্রিক প্রয়োগ;

তিন।। ইউরোপীয় মিথের ব্যবহার;

চার।। ইসলামী ঐতিহ্যের নবমাত্রিক প্রয়োগ; এবং

পাঁচ।। মধ্যপ্রাচ্যীয় মিথিক-উৎসের ব্যবহার (যেমন, হিব্রু মিথ, পারসিয়ান মিথ, ইসলাম পূর্ব আরবীয় মিথ)।

অবশ্য নজরুল ইসলামের আশ্চর্য সংবেদনা ও শৈল্পিক অভিপ্রায় এই সূত্র-বিভাজনের সীমাকে কখনো কখনো অতিক্রম করে যায়। কোনো কেন্দ্রীয় আবেগ প্রকাশের প্রয়োজনে একাধিক এমন কি বিপ্রতীপ মিথ-অনুষঙ্গও ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর কাব্যে।

এক

প্রথম পর্যায়ের কবিতায় নজরুল ইসলাম উপনিবেশ–শৃঙ্খলিত ও অন্তর্দ্বন্দ্বময় সমাজের জাগরণকামী আকাঙ্ক্ষাকে রূপদান করেছেন। অবরুদ্ধ, নিরস্তিত্ব ও শক্তিহীন সমাজের তারুণ্য ও পৌরুষের প্রতীক হিসেবেই মিথ–উৎসকে ব্যবহার

করেছেন তিনি। ভাঙনসর্বস্ব, বিচূর্ণিত, হৃতস্বপ্ন সময় ও সমাজচৈতন্যে কল্যাণ ও শুভের জাগরণ প্রত্যাশায় ধ্বংসও তাঁর বিবেচনায় তারুণ্য ও পৌরুষের অবিচ্ছিন্ন অংশ। শিব, অর্জুন, দুর্বাসা, ভীম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বিষ্ণু , পরশুরাম, বলরাম, দুঃশাসন, ভৃগু, প্রহলাদ, অভিমণ্যু, চণ্ডী, দ্রৌপদী প্রভৃতি মিথিক চরিত্র বিচিত্র অভিপ্রায়ে একাধিকার ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর কাব্যে। যেমন,

(১) মহা প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস!

(২) আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।

(৩) আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব।

(৪) আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার।

(৫) আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদ চিহ্ন;
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।
['বিদ্রোহী', অগ্নিবীণা][১৪]

(৬) রণ-রঙ্গিণী জগৎমাতার দেখ্ মহারণ,
দশদিকে তাঁর দশ হাতে বাজে দশ প্রহরণ!
পদতলে লুটে মহিষাসুর,
মহামাতা ঐ সিংহবাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে—
শাশ্বত নহে দানব-শক্তি, পায়ে পিষে যায় শির পশুর!
['আগমনী', অগ্নিবীণা][১৫]

(৭) আজ ধূর্জটি ব্যোমকেশ নৃত্য-পাগল,
ঐ ভাঙ্‌লো আগল ওরে ভাঙলো আগল!
... ...
আজ বিষ্ণু-ভালে জ্বলে রক্ত-টীকা!
শুধু অগ্নি-শিখা ধূ ধূ অগ্নি-শিখা
শোভে করুণার ভালে লাল রক্ত-টীকা!
['জাগৃহি', বিষের বাঁশী][১৬]

(৮) জ্বলে' ওঠ এইবার মহাকাল ভৈরবের নেত্রজ্বালা সম ধ্বক-ধ্বক,
হাহাকার-করতালি বাজা! জ্বালা তোর বিদ্রোহের রক্তশিখা অনন্ত পাবক!
আন্ তোর বহ্নি-রথ, বাজা তোর সর্বনাশা তূরী!
হান্ তোর পরশু-ত্রিশূল! ধ্বংস কর এই মিথ্যাপুরী।
['পূজারিণী',দোলন-চাঁপা][১৭]

উদ্ধৃত চরণসমূহে মূলতঃ ধ্বংস ও সৃষ্টির অনুষঙ্গবাহী মিথের চিত্রকল্পময় ব্যবহার ঘটেছে। সমাজমানসের প্রতিনিধিত্বশীল কবির জাগরচৈতন্য বীরত্বব্যঞ্জক শক্তি ও পুরুষ্কারের আরাধনা করেছে। শিল্পিচৈতন্যে মানবাতিরেক শক্তির এই যে স্বীকৃতি, তার নান্দনিক মনস্তত্ত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে নরথ্রপ ফ্রাই-এর বিবেচনা স্মরণযোগ্য : The importance of god or hero in the myth lies in the fact that such characters, who are concieved in human likeness and yet have more power over nature, gradually build up the vision of an omnipotent personal community beyond on indifferent nature. It is this community which the hero regularly enters in his apotheosis.[১৮] কেবল এই বিশেষ অর্থেই নয়— যার সার্থক দৃষ্টান্ত "চিত্তনামা" কাব্যের 'ইন্দ্রপতন' কবিতা—আরও ব্যাপকতর অর্থে নজরুল শিব বা চণ্ডীর শক্তিরূপ কল্পনা করেছেন।

ভারতীয় মিথ, নজরুল-কাব্যে যে শিল্পবলয় রচনা করেছে, তার কেন্দ্রাবিন্দুতে স্থাপিত হয়েছে নটরাজ শিব। 'শিব নজরুলের সুপ্তিমগ্ন চেতন-অবচেতনায় ও শিল্পসূত্র-যোজনায় বিচিত্র— যেমন: রুদ্র, ভৈরব, দিগম্বর, ধূর্জটি, ব্যোমকেশ, পিণাকী, ত্রিশূলী, শিব, মহেশ, শঙ্কর, নটরাজ প্রভৃতি। নটরাজ শিবের এই বিচিত্র ভাববস্তুর, রূপান্তরিত ইমেজ এবং সঞ্চরণশীল রূপকতত্ত্বের বৈভবের কারণ, নজরুলের উদ্বোধিত আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পরূপায়ণ ও তার উপায়বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্য।'[১৯] শৈল্পিক অভিপ্রায়, জীবনার্থ এবং সামূহিক নির্জ্ঞানের যৌথ প্রেরণায় নজরুল-কাব্যে শিব পরিণত হয়েছে কবির মর্মকোষ ও অস্তিত্বমূল উৎসারিত আকাঙ্ক্ষার আদিরূপ বা প্রত্নপ্রতিমায়।[২০] চণ্ডীর রূপকল্পনায়ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের আর্কেটাইপ আলোড়িত করেছে কবিচিত্তকে। শিব যেমন তাঁর অনুধ্যানে ধ্বংস ও সৃষ্টির বিচিত্র অনুভবের প্রতীক, তেমনি, চণ্ডীর বিচিত্র রূপকল্পনার মধ্যেও এই বোধের অভিব্যক্তি ঘটেছে।

নজরুলের সমকালস্পর্শী অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার সাথে সাধর্ম্যসূত্রেই শিব ও চণ্ডীর মিথ-উৎস হয়েছে পুনর্জাত।

ভারতীয় মিথের ঐশ্বর্যময় জগৎ নজরুলের জীবনাবেগ ও শিল্পাবেগের ক্ষেত্রে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তার আবেদন দূরসঞ্চারী। প্রত্যক্ষভাবে কখনো, কখনো অবচেতনার নিগূঢ় স্পন্দনে, আবার কখনো-বা অভীপ্সার অনিবার্য চিত্রকল্প নির্মাণের প্রয়োজনে তিনি মিথ-উৎসের শিল্পসূক্ষ্ম প্রয়োগ করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত,

(১) থৈ তাণ্ডব আজ পাণ্ডব সম খাণ্ডব-দাহ চাই!
['রণ-ভেরী',অগ্নিবীণা][২১]

(২) ভারত বস্ত্রহীন যখন
কেঁদেডাক্‌ল— নারায়ণ!
তুমি লজ্জা-হারী কর্‌লে এসে লজ্জা নিবারণ,
তাই দেশ-দ্রৌপদীর বস্ত্র হর্‌তে পার্‌ল না দুঃশাসন চোর।।
['চরকার গান', বিষের বাঁশী][২২]

(৩) হেম-গিরি-শিরে
হারা সতী উমা হ'য়ে ফিরে
ডেকেছিল ভোলানাথে এমনি সে চেনা-কণ্ঠে হায়,
কেঁদেছিলচির-সতী পতি-প্রিয়া প্রিয়ে তার পেতে পুনরায়!
['পূজারিণী', দোলন-চাঁপা][২৩]

(৪) বল রে বন্য হিংস্র বীর,
দুঃশাসনের চাই রুধির।
চাই রুধির রক্ত চাই,
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই
দুঃশাসনের রক্ত চাই!
['দুঃশাসনের রক্ত-পান', ভাঙার গান][২৪]

(৫) যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবু সা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।
['কুলি-মজুর',সাম্যবাদী][২৫]

(৬) ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠেছে হিমালয়-চাপা প্রাচী,
গৌরী শিখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী!
দ্বাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া,
মহাভারতের মহাবীর জাগে, বলে 'আমি আসিয়াছি।'

বিরাট কালের অজ্ঞাতবাস ভেদিয়া পার্থ জাগে,
গাণ্ডীব ধনু রাঙিয়া উঠিল লক্ষ লাক্ষারাগে!
['সব্যসাচী' ফণি-মনসা][২৬]

উদ্ধৃতিসমূহ মিথের প্রতিরূপকীয় (Allegorical) প্রয়োগের সার্থক দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণার্জুন কর্তৃক খাণ্ডববন দাহন, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, দুঃশাসনের রক্তপানের হিংস্র-তীব্র রূপ কিংবা বৃহন্নলারূপী অর্জুনের নবশক্তি বলে পুনর্জাত হবার প্রসঙ্গকে স্বকালস্পর্শী চেতনার অনুষঙ্গে পরিণত করেছেন নজরুল ইসলাম। দ্রৌপদী এখানে দেশ-মাতৃকার প্রতীক, দুঃশাসন সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক। এবং অর্জুন নবজাগ্রত সমকালীন তারুণ্যের অমেয় শক্তিকে ধারণ করেই এখানে রূপায়িত। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে মহাভারত-শান্তিপর্বের বিখ্যাত ঘটনাংশের অন্তর্ময় ব্যবহার ঘটেছে কবিচৈতন্যের বিশেষ উপলব্ধি প্রকাশের অনুষঙ্গে। উল্লিখিত আখ্যানধর্মী মিথ-উৎস নির্বাচনের পেছনে কবি-মনস্তত্ত্বের স্বরূপ-সন্ধান প্রশ্নে মড বডকিনের বিবেচনা অনুসরণযোগ্য :

When a great poet uses the stories that have taken shape in the fantasy of the community, it is not- his individual sensibility alone that he objectifies. Responding with unusual sensitiveness to the words and images which already express the emotional experience of the community.[২৭]

নজরুলের কবি-সংবেদনা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্মৃতি-উৎস ও আবেগজীবনে ক্রিয়াশীল মিথ-কাহিনীকে নব-তাৎপর্যে বিন্যস্ত করেছে। ফলে, এর গ্রহণযোগ্যতা হয়েছে সর্বজনীন। এ-ছাড়া উপমান-উৎস হিসেবেও মিথের বহুল প্রয়োগ ঘটেছে নজরুলের কবিতায়। কবির প্রেমিক চিত্তের বিরহভাবনা প্রকাশের ক্ষেত্রে ভারতীয় মিথ শিল্পসফল অভিব্যক্তি লাভ করেছে। যেমন,

দুষ্মন্তের খোঁজে আসা তুমি শকুন্তলার মৃগ?
মহাশ্বেতা কি বসিয়াছে সেথা পুণ্ডরীকের ধ্যানে?—
['কর্ণফুলী', চক্রবাক][২৮]

কবির মিথ-প্রয়োগসাফল্যের শীর্ষবিন্দুস্পর্শী একটি কবিতা 'প্রলয়োল্লাস'-এর স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক মনে করছি। কাব্যিক আবেগের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ফলে কবির মিথচেতনা কবিতাটির বিষয় ও শিল্পরূপের সমগ্র প্রান্তকে স্পর্শ করেছে। সমকালস্পর্শী জীবনাকাঙ্ক্ষার সাথে শৈব-মিথের অন্তর্বয়ন কবিতাটিকে করেছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী। একাধিক উজ্জ্বল ইমেজ-এর সম্পূর্ণ বিন্যাস সত্ত্বেও কবিতাটি

আদ্যন্ত অভিন্ন মিথিক সুরে গাঁথা।[২৯] "অগির্ণ-বীণা'র 'আগমনী'ও এ-অর্থে মিথ-কবিতার পর্যায়ভুক্ত। নজরুলের আবেগে, অনুভবে, সংবেদনায় ভারতীয় মিথের বিচিত্রমাত্রিক আবেদন এভাবেই স্বয়ংবশ শিল্পস্বাতন্ত্র্যে গৌরবময় হয়ে উঠেছে।

দুই

বাংলার দেশজ মিথ তথা লোকপুরাণকে দেশের মৃত্তিকামূল থেকে আহরণ করেছিলেন নজরুল ইসলাম। সামূহিক জীবনের সমগ্রতা অঙ্গীকারের ফলে মিথের এই শোণিতবাহী উত্তরাধিকার সঞ্চারিত হয়েছিলো কবিচৈতন্যে। যেমন,

(১) আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।
['বিদ্রোহী', অগ্নি-বীণা]

(২) রূপের কমল রূপার কাঠির
কঠিন স্পর্শে যেখানে ম্লান,
-- -- --
যক্ষপুরীর রৌপ্য-পঙ্কে
ফুটিল কি তবে রূপ কমল?
['দ্বীপান্তরের বন্দিনী', ফণি-মনসা][৩০]

(৩) রূপের দেশের স্বপন-কুমার স্বপনে আসিয়াছিনু,
বন্দিনী! মম সোনার ছোঁয়ায় তব ঘুম ভাঙ্গাইনু।
['আড়াল', চক্রবাক][৩১]

ভগ্নস্বপ্নতাড়িত সমষ্টিচেতনার রূপকথালোক এভাবেই অসম্ভবের প্রত্যাশায় কখনো, আবার কখনো-বা বিশ্বাসে ও কালস্পর্শী কল্পনায় বাণীরূপ পেয়েছে।

তিন

ইউরোপীয় মিথের বহুল প্রয়োগ না ঘটলেও দু-একটি অব্যর্থ ব্যবহার নজরুলের মিথচেতনার বৈচিত্র্যগামী স্বভাববৈশিষ্ট্যকেই উন্মোচন করে। যেমন,

(১) আমি আর্ফিয়াসের বাঁশরী
মহা-সিন্ধু উতলা ঘুম্ ঘুম্
ঘুম্ চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝ্‌ঝুম ---

['বিদ্রোহী', অগ্নি-বীণা][৩২]

(২) কখন আসিল "প্লুটো" যমরাজা নিশীথ-পাখায় উড়ে;
ধরিয়া তোমায় পুরিল তাহার আঁধার বিবর-পুরে।
সেই সে আদিম বন্ধন তব, সেই হতে আছ মরি'
মরণের পুরে; নামিল ধরায় সেই দিন বিভাবরী।

['নারী', 'সাম্যবাদী][৩৩]

প্রথম উদ্ধৃতিতে চিত্রকল্প হিসেবে মিথের প্রয়োগ ঘটেছে বিদ্রোহী কবির জাগরচৈতন্যের বিচিত্র অভীপ্সার অনুষঙ্গ হিসেবে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে মিথের প্রতিরূপকীয় প্রয়োগ কবির বিশেষ অনুভবের সমগ্রতাকে অভিব্যক্ত করেছে। গ্রীক পাতাল-দেবতা যমরাজ প্লুটো এবং প্রসার্পিনার আখ্যান-উৎসকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী-নিপীড়নের চিরায়তিক অবস্থার সাথে সমন্বিত করেছেন কবি।

চার

মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসপুঞ্জ এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও আদর্শের প্রাণময় উৎসকে নজরুল ইসলাম সৃষ্টিশীল চেতনার অনুষঙ্গে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুসলমান সমাজের সমকালীন চেতনায় নবজাগরণের যে উদ্দীপনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন কবি, সেই জাগ্রত প্রাণধর্মের সাথে সাধর্ম্যসূত্রেই তিনি পরিভ্রমণ করেছেন ইসলামী ঐতিহ্যের বিস্তৃত পটভূমিতে। বিশ্বাসের সাথে শিল্পনির্মিতির এই অন্তর্ময় সংযোগ বাংলা কাব্যধারায় উন্মোচন করেছে নতুন সম্ভাবনার দিগন্তলোক।

ইসলামী ঐতিহ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নজরুলের শিল্পিচৈতন্য অভিপ্রায়ের বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট। অবরুদ্ধ সমাজের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত কবিচৈতন্য বিদ্রোহ ও প্রতিবাদকে যখন কাব্যরূপ দান করেছে, তখন ঐতিহ্য-অনুষঙ্গও অনুরূপ ভাবব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত হয়েছে। যেমন,

(১) আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার
(২) ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি'।

['বিদ্রোহী', অগ্নিবীণা'] [৩৪]

(৩) এই দিনই 'মীনা'-ময়দানে
পুত্র- স্নেহের গর্দানে
ছুরি হেনে' খুন ক্ষরিয়ে নে'
রেখেছে আব্বা ইব্রাহীম সে আপনা রুদ্র পণ!

['কোরবাণী', অগ্নিবীণা][৩৫]

(৪) হাইদরী হাঁক হাঁকি' দুল্‌দুল-আসওয়ার
শম্‌শের চমকায় দুষমনে ত্রাসবার।
... ...
হাসানের মতো পিব পিয়ালা সে জহরের
হোসেনের মতো নিব বুকে ছুরি কহরের;
আসগর সম দিব বাচ্চারে কোরবান,
জালিমের দাদ নেবো, দেব আজ গোর জান্‌!
['মোহররম্‌', অগ্নি-বীণা][৩৬]

(৫) ইব্রাহিমের মতো আবার
কোরবানী দাও প্রেয় বিভব!
['শহিদী-ঈদ', ভাঙার গান][৩৭]

(৬) খালেদ! খালেদ! দু'ধারী তোমার কোথা সেই তলোয়ার?
তুমি ঘুমায়েছ, তলোয়ার তব সে ত নহে ঘুমাবার!
['খালেদ', জিঞ্জীর][৩৮]

(৭) 'ফিরদৌস্‌ ছাড়ি' নেমে এস তুমি সেই শম্‌শের ধরি'
আর একবার লোহিত-সাগরে লালে-লাল হয়ে মরি!
['উমর ফারুক', জিঞ্জীর][৩৯]

এভাবেই কবি তাঁর বিদ্রোহবোধের অনুষঙ্গী ঐতিহ্য-উৎসকে প্রাণময় কাব্যবস্তুতে পরিণত করেছেন। জাগরণ-কামী বাঙালি মুসলমানের আত্মসন্ধান ও সত্তাসন্ধানের পটভূমিতে ঐতিহ্যের গৌরবময় অনুভব সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে। "বিষের বাঁশী " কাব্যের 'ফাতেহা-ই দোয়াজ-দহম্‌'-এর আবির্ভাব ও তিরোভাব অংশদ্বয় ইসলামী ঐতিহ্যের মৌল বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত কবিতা। "অগ্নি-বীণা"-র 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী' এবং 'মোহররম্‌' কবিতায় কবির ঐতিহ্যবোধের সাথে জীবনার্থের মৌল অভীপ্সার সমীকরণ ঘটেছে। কখনো কখনো ঐতিহ্যচেতনার বিস্তৃতি কবিমানসের সংরক্ত উপলব্ধির প্রকাশকে করেছে বর্ণ-করোজ্জ্বল। যেমন,

নতুন করিয়া মরিল গো বুঝি আজি মিসরের মমি,
শ্রদ্ধায় আজি পিরামিড যায় মাটির কবরে নমি!'
... ...
মুসারে আমরা দেখিনি, তোমায় দেখেছি মিসর-মুণি,
ফেরাউন মোরা দেখিনি, দেখেছি নিপীড়ন ফেরাউনী।
['চিরঞ্জীব জগলুল', জিঞ্জীর][৪০]

মিথ এবং ঐতিহ্যের সন্নিকট উপস্থাপন (Juxtaposition) অথবা অভিন্ন বোধের অভিব্যক্তি দানের ক্ষেত্রে বিপ্রতীপ মিথ–ঐতিহ্যের ব্যবহার নজরুল–কাব্যের বিশিষ্ট প্রান্ত। আবেগের প্রাবল্যের দ্বারা স্বীকৃত এ –জাতীয় প্রয়োগ কবির বিশ্বাসকে কখনো কখনো বিক্ষত করলেও তাঁর শিল্পনির্মিতি রক্তাক্ত হয়নি।

পাঁচ

অধীত জ্ঞান এবং অবলোকনের অনন্যতায় পারস্য সাহিত্য–ঐতিহ্য ও মিথলোকে নজরুল ইসলামের অধিকার ছিলো ব্যাপক। "রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ" এবং "রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম"-এর অনুবাদ তার প্রমাণ। মানবীয় সংবেদনার অর্ন্তময় উপাদানপুঞ্জের নিঃসঙ্কোচ প্রকাশ এবং মুক্তবুদ্ধির এই শিল্পলোক নজরুলের কবিমনকে বৈচিত্র্যের আকর্ষণেই কেবল আলোড়িত করেনি, ঐতিহ্য ও মিথের এক বৃহৎ ক্ষেত্র উন্মোচন করেছে তাঁর সম্মুখে। নজরুলের সমন্বয়ধর্মী জীবনাদর্শের সাথে পারসিয়ান মিথ-ঐতিহ্যলোকের সুগভীর সঙ্গতির প্রমাণ তাঁর অসংখ্য কবিতা ও গানে বিধৃত। কয়েকটি দৃষ্টান্তঃ

(১) কান্তা সাথে বাঁচতে জনম চাও যদি কওসর্ অমিয়,
সুর বেঁধে বীন্ সারেঙ্গীতে খুব্‌সে শিরীন্ শরাব পিয়ো!
খুঁজবো সেদিন সিকান্দারের বাঞ্ছিত আব্–হায়াত্ কুঁয়ায়
সন্ধান তার মিলবে আশেক দিল্ পিয়ারায় ওষ্ঠ চুমায়!
['বাদল–প্রাতের শরাব', পূবের হাওয়া][৪১]

(২) নব বোগ্‌দাদী আলিফ–লায়লা, শা'জাদী জুল্‌ফ–ওয়ালী।
['বার্ষিক সওগাত,' জিঞ্জীর][৪২]

(৩) খুশীর এ বুলবুলিস্তানে মিলেছে ফরহাদ ও শিরী।
লাল এ লায়লি লোকে মজনু হর্দম চালায় পেয়ালী।
['খোশ্ আম্‌দেদ', জিঞ্জীর][৪৩]

(৪) নৌ–রুস্তম উঠেছে রুখিয়া
সফেদ দানবে দিয়াছে লাজ?
['সুব্‌হ–উম্মেদ', জিঞ্জীর][৪৪]

(৫) ঐ পাহাড়ে কি শিরীরে স্মরিয়া ফারেসের ফর্‌হাদ,
আজিও পাথর কাটিয়া করিছে জিন্দেগী বরবাদ?
সারা গিরি হ'ল শিরী মুখ হায়, পাহাড় গলিল প্রেমে,

গলিল না শিরী! সেই বেদনা কি নদী হয়ে এলে নেমে?
ঐ গিরি শিরে মজনুন্ কিগো আজিও দিওয়ানা হয়ে
লায়লির লাগি' নিশিদিন জাগি' ফিরিতেছে রোয়ে রোয়ে?
['কর্ণফুলি', চক্রবাক][৪৫]

উল্লিখিত চরণগুচ্ছে নজরুলের মিথ-চারী অভীপ্সার কালদুর্লভ লক্ষণ শিল্পমূর্তি লাভ করেছে। বিদ্রোহী, প্রতিবাদী, প্রেমিক এবং বিরহী এই মাত্রাবহুল চৈতন্যের কাব্য-আয়োজন তাঁর মিথ-প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এক স্বতন্ত্র শিল্পবলয় নির্মাণ করেছে।

ছয়

নজরুল ইসলামের কবিচৈতন্যে মিথ–ঐতিহ্যের এই বহুমাত্রিক অঙ্গীকার নিঃসন্দেহে তাৎপর্যময় এবং অভূত–পূর্ব শিল্প-এষণায় গৌরবমণ্ডিত। মৌল স্বভাবে রোম্যান্টিক নজরুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজমানসের বিচিত্র অভীপ্সা ও বিশ্বাসের সাথে নিজ জীবনবোধকে সমন্বিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চেতন-অবচেতনের বিচিত্র উৎসলোকে তাঁর সঞ্চরণ ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত। যার ফলে, এক কেন্দ্রীয় লক্ষ্যমুখী চেতনার ঐকান্তিকতাই হয়েছে নজরুলের মিথ-চয়নের প্রেরণা-শক্তি। ঐতিহ্যবোধের ক্ষেত্রেও তিনি স্পর্শ করেছেন সমষ্টি চৈতন্যের ইতবাচক প্রান্তসমূহ। এবং বোধের পরিপূর্ণতা সন্ধানের প্রশ্নে তিনি কখনো হয়েছেন বিশ্বচারী। নজরুলের জীবনবোধের কেন্দ্রীয় মীমাংসাটি হলো শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়নের হাত থেকে মানবাত্মার মুক্তি–আকাঙ্খা। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, জাতিশোষণ, শ্রেণীশোষণ ও ধর্মশোষণের বিরুদ্ধে মানুষের শৃঙ্খলিত বিবেককে জাগ্রত করাই ছিলো তাঁর জীবনমন্ত্র। জীবনার্থের এই বৈশিষ্ট্যই নজরুলের মিথ-ঐতিহ্যচেতনাকে করেছে মানবমুখী জীবনান্বেষায় ভাস্বর।

তথ্যনির্দেশ

১ Lillian Feder, *Ancient Myth in Modern Poetry*. Second Printing 1973, Princeton, New Jersey, p 417

২ Philip Wheelwright, 'Poetry, Myth, and Reality'. *Tweentieth Century Criticism*: Edited by William J Handy and Max Westbrook, 1974, New Delhi, P 266

১ সৈয়দ আকরম হোসেন, 'নজরুলের নটরাজঃ বিশ্বছন্দের প্রত্নপ্রতিমা', *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ ৬৭

৪ Rechard Chase, ' Notes on the study of Myth ', *Tweentieth Century Criticism*, Ibid, P 245

৫ C. G. Jung, 'Archetypes of the collective unconseious', *Tweentieth Century Criticism*, Ibid, Pp 205-232

৬ হুমায়ুন কবির, *বাঙলার কাব্য* , দ্বি-সং ১৩৬৫, চতুরঙ্গ, কলিকাতা, পৃ ৯১

৭ বেগম আকতার কামাল 'আধুনিক বাংলা কবিতায় মিথের প্রয়োগ', *সুন্দরম্* , (সম্পাদকঃ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম), ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৯৮৭, ঢাকা, পৃ ৪৪

৮ *নজরুল-রচনাবলী* , প্রথম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, প্রথম পুণর্মুদ্রণ ১৯৮৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ ৬১৬

৯ পূর্বোক্ত, পৃ ৬৬৩

১০ পূর্বোক্ত,পৃ ৬৮৩

১১ পূর্বোক্ত, পৃ ৬৮৭

১২ পূর্বোক্ত, পৃ ৬৯৯

১৩ *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ১৯৬৭, কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, পৃ ৬১৮

১৪ *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ৭-১২

১৫ পূর্বোক্ত, পৃ ১৭

১৬ পূর্বোক্ত, পৃ ৬৯-৭০

১৭ পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৯

১৮ Northrop Frye, 'The Archetypes of Literature', *Twenticth Century Criticism*, ibid, P 242

১৯ সৈয়দ আকরম হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৯

২০ 'The myth is the central informing power that gives archetypal significance to the ritual and archetypal narrative to the oracle Hence the myth is archetype, though it might be convenient to say myth only when referring to narrative, and archetpe when speaking of siginficance'– Northrop Frye, Ibid, P 240

২১ *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ৪০

২২ পূর্বোক্ত, পৃ ৮৮

২৩ পূর্বোক্ত, পৃ ১৪০-৪১

২৪ পূর্বোক্ত, পৃ ২৫১

২৫ *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ২০

২৬ পূর্বোক্ত, পৃ ৫৩

২৭ Maud Bodkin,'Archetypal Patterns in Tragic Poetry', *Myths and Motifs in Literature*, Edited by David T Burrows, Fredrick R Lapides and John T Shaweross, 1973, New York, P 9

২৮ *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ২৯০

২৯ 'A certain Control and direction given the poetical emotions, and poetry, as it always has, becomes mythical' Richard Chase, 'Notes on the study of Myth', ibid, P 251

৩০ *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৬

৩১ পূর্বোক্ত, পৃ ৩১৯

৩২ *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ১১

৩৩ *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ১৭

৩৪ *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ৯-১১

৩৫ পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬

৩৬ পূর্বোক্ত, পৃ ৫০

৩৭ পূর্বোক্ত, পৃ ২৫৭

৩৮ *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫০

৩৯ পূর্বোক্ত, পৃ১৮০

৪০ পূর্বোক্ত, পৃ ১৭৪-১৭৫

৪১ *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ২২৬

৪২ *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত পৃ ১৩৭

৪৩ পূর্বোক্ত, পৃ ১৫৬

৪৪ পূর্বোক্ত, পৃ ১৫৩

৪৫ পূর্বোক্ত, পৃ ২৯০